12558 - জনকৈ খ্রস্টিান শূকররে গোশত হারাম হওয়ার কারণ জানতে চান

প্রশ্ন

ইসলামে শূকর খাওয়া হারাম কনে? অথচ শূকর আল্লাহরই একটি সৃষ্টি। হারামই যদি হয় তাহলে আল্লাহ শূকরকে সৃষ্টি করলনে কনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

আমাদরে মহান প্রতপিালক শূকর খাওয়া অকাট্যভাবে নষিদ্ধি করছেনে। আল্লাহ তাআলা বলনে: "বলুন, আমার প্রতি যে ওহী হয়ছে তাতে লোকে যা খায় তার মধ্যে আমি কছিুই হারাম পাই না; মৃত প্রাণী, প্রবাহতি রক্ত ও শূকররে গোশত ছাড়া। কনেনা এগুলো অবশ্যই অপবত্রি।"[সূরা আনআম, আয়াত: ১৪৫]

আমাদরে প্রতি আল্লাহর রহমত হচ্ছে এবং তাঁর পক্ষ থকেে সহজায়ন হচ্ছে — তনিি আমাদরে জন্য পবত্রি বস্তুসমূহ খাওয়া বধৈ করছেনে এবং শুধুমাত্র অপবত্রি বস্তুসমূহ হারাম করছেনে। তনিি বলনে: "তনিি তাদরে জন্য পবত্রিবস্তু হালাল করনে এবং অপবত্রি বস্তু হারাম করনে"[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৭]

শূকর নাপাক ও নকিৃষ্ট প্রাণী— এ ব্যাপারে আমরা এক মুহূর্তরে জন্যওে সন্দহে পোষণ করি না। শূকর খাওয়া কোলস্টেরেল মানব দহেরে জন্য ক্ষতকির। তাছাড়া শূকর ময়লা-আবর্জনা খয়েে জীবন ধারণ কর; মানুষরে সুস্থ রুচবিোধ যা অপছন্দ করে এবং এমন প্রাণী খতেে ঘৃণাবোধ কর। কারণ যে মজোজ ও স্বভাবরে ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করছেনে এর সাথে এটি খাপ খায় না।

দুই:

আধুনকি চকিৎিসা বজি্ঞান মানব দহেরে উপর শূকর খাওয়ার বভিন্নি অপকারতিা সাব্যস্ত করছে; যমেন-

- বভিন্নি প্রাণীর গোশতরে মধ্যে শূকররে গোশতে সবচয়েে বশেি চর্বযিুক্ত কোলস্টেরেল রয়ছে। মানুষরে রক্তে কোলস্টেরেল এর পরমিাণ বড়েে যাওয়ার সাথে সাথে রক্তনালী ব্লক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বড়েে যায়। এছাড়া শূকররে

গোশতে থাকা 'ফ্যাটি এসিড' অন্য সকল খাদ্যে থাকা ফ্যাটি এসিড থেকে ভিন্নিরকম ও ভিন্ন গঠনের। তাই অন্য যে কোন খাদ্যের তুলনায় মানুষের শরীর খুব সহজে একে চুষে নেয়। যার ফলে, রক্তে কোলেস্টেরেল এর পরিমাণ বেড়ে যায়।

- শূকরের গোশত ও চর্বি কোলন ক্যান্সার (বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার), রেক্টাল ক্যান্সার (মলদ্বারের ক্যান্সার), অণ্ডকোষের ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার ও ব্লাডক্যান্সার এর বিস্তার ঘটায়।

- শূকরের গোশত ও চর্বি মেদ বাড়ায় এবং মেদ সংক্রান্ত রোগ বাড়ায়; যেগুলোর চিকিৎসা করা অনেক দুরূহ।

- শূকরের গোশত খাওয়া চর্মরোগ ও পাকস্থলির ছিদ্র ইত্যাদি রোগের কারণ।

- শূকরের গোশত খাওয়ার ফলে সৃষ্ট ফিতা কৃমি ও ফুসফুসের কৃমির কারণে ফুসফুস আলসার ও ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়।

শূকরের গোশত খাওয়ার সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো, শূকরের গোশতে ফিতা কৃমির শূককীট থাকে; যাকে বলা হয় টেনিয়া সলিয়াম (Taenia solium)। এ কৃমি ২-৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এ কৃমির ডিম্বগুলো যদি মস্তিষ্কে বৃদ্ধি পায় তাহলে পরবর্তীতে মানুষ পাগলামি ও হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আর যদি হার্টে বৃদ্ধি পায় তাহলে মানুষ উচ্চ রক্তচাপ ও হার্টএটাক্কে আক্রান্ত হতে পারে। শূকরের গোশতের মধ্যে আরও যেসব কৃমি থাকতে পারে সেগুলো হচ্ছে- ট্রিচিনিয়াসিস কৃমির শূককীট; রান্না করলেও এগুলো মরে না। মানুষের শরীরে এ কৃমি বাড়ার ফলে মানুষ প্যারালাইসিস ও চামড়ায় ফুসকুড়িতে আক্রান্ত হতে পারে।

চিকিৎসকগণ জোরালোভাবে বলেন যে, ফিতাকৃমি অত্যন্ত মারাত্মক রোগ; শূকরের গোশত খাওয়ার ফলে যে রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যেও এ কৃমিগুলো বাড়তে পারে এবং কয়েক মাসের মধ্যে পরিপূর্ণ কৃমিতে পরিণত হতে পারে। যে কৃমির দেহে এক হাজারটি অংশ দিয়ে গঠিত। এর দৈর্ঘ্য ৪-১০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে এটা একাকভাবে বাস করতে পারে। এর ডিম্ব মানুষের মলের সাথে বেরিয়ে যায়। শূকর যখন এসব ডিম গিলে ফেলে ও হজম করে তখন এটা শুককীটের থলি আকারে টিস্যু ও পেশীতে প্রবেশ করে। এ থলিতে এক জাতীয় তরল ও ফিতাকৃমির মাথা থাকে। যখনি কোন লোক এ ধরণের কোন শূকরের গোশত খায় তখনি এ শূককীট মানুষের পাকস্থলীতে পরিপূর্ণ কৃমিতে পরিণত হয়। এ কৃমিগুলো মানুষকে দুর্বল করে দেয়। ভিটামিন বি-১২ এর ঘাটতি ঘটায়। যার ফলে মানুষের রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়। এ ছাড়াও অন্য কিছু স্নায়ুবিক সমস্যা ঘটায়, যেমন-স্নায়ু প্রদাহ। কোন কোন ক্ষেত্রে এ শূককীট মস্তিষ্কে পৌঁছে খিঁচুনি বা ব্রেইনের উচ্চ রক্তচাপ ঘটতে পারে। যার কারণে মাথা ব্যথা, খিঁচুনি, এমনকি প্যারালাইসিসও হতে পারে।

ভালভাবে সিদ্ধ না করা-শূকরের গোশত খেয়ে মানুষ ট্রিচিনিয়াসিস কৃমিতে আক্রান্ত হতে পারে। এ প্যারাসাইটগুলো যখন মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে তখন ৪-৫ দিনের মধ্যে এগুলো অসংখ্য কৃমি হয়ে পরিপাকতন্ত্রের দেয়ালে প্রবেশ করে। সেখান থেকে রক্তে এবং রক্তের মাধ্যমে শরীরের অধিকাংশ পেশীতে ঢুকে পড়ে। কৃমিগুলো শরীরের পেশীতে ঢুকে সেখানে

থলি তৈরী করে। যার ফলে রোগী পশমেতে তীব্র ব্যথা অনুভব করে। এ রোগ বড়ে গয়িে এক পর্যায়ে মস্তষ্কিরে আবরণী ও মস্তষ্কিরে প্রদাহ রোগে পরণিত হয়, হার্ট, ফুসফুস, কডিনি ও স্নায়ুর প্রদাহে পরণিত হয়। কছিু কছিু ক্ষত্রেে এ রোগ মৃত্যুও ঘটাতে পার।ে

এ ছাড়া মানুষরে এমন কছিু রোগ আছে যে রোগগুলো প্রাণীদরে মধ্যে শুধুমাত্র শূকররে মাধ্যমে সংক্রমতি হয়; যমেন- Rheumatology (বাতরোগ) ও জয়ন্টেরে ব্যথা। আল্লাহ তাআলা ঠকিই বলছেনে: "তনিি আল্লাহ্ তো কবেল তোমাদরে উপর হারাম করছেনে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকররে গোশ্ত এবং যার উপর আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্যরে নাম উচ্চারতি হয়ছে। তবে, যে ব্যক্তরি আর কোন উপায় ছলি না, (সে সটো ভক্ষণ করছে তবে) নাফরমান ও সীমালংঘনকারী হয়ে নয়; তার কোন পাপ হবে না। নশ্চিয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[সূরা, বাকারা, আয়াত: ১৭৩]

এই হচ্ছ- শূকররে গোশ্ত খাওয়ার কছিু ক্ষতকির দকি। এ ক্ষতগিুলো জানার পর আশা করি আপনি শূকর খাওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দহে করবনে না। আমরা আশা করছ,ি সত্য ধর্মরে দকিে ফরিে আসার ক্ষত্রেে এটা আপনার প্রথম পদক্ষপে হব।ে সুতরাং আপনি একটু থামুন, একটু অনুসন্ধান করুন, একটু চন্তিা করুন; পরপিূর্ণ ইনসাফ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং নরিপক্ষেভাব;ে সত্যকে জানা ও মানার উদ্দশ্যে নয়ি।ে আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন তনিি যনে দুনয়িা ও আখরোতরে কল্যাণ যাতে রয়ছেে সটোর সন্ধান আপনাকে দান করনে।

আমরা যদি শূকররে গোশ্ত খাওয়ার কোন একটি অপকারতিাও জানতে না পারতাম তাহলওে শূকর হারাম হওয়ার ব্যাপারে আমাদরে ঈমানরে কোন পরবির্তন হত না এবং সটো বর্জনরে ক্ষত্রেওে কোন দুর্বলতা আসত না। জনেে রাখুন, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নষিদ্ধি একটি গাছ থকেে খাদ্য খাওয়ার কারণে আদম আলাইহসি সালামকে জান্নাত থকেে বরে করে দয়ো হয়ছে।ে কন্তিু, আমরা সে গাছ সম্পর্কে কছিুই জানি না। কনে নষিদ্ধি করা হল— আদম আলাইহসি সালাম এর সে কারণ অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজন ছলি না। বরং এতটুকু জানাই তার জন্য যথষ্টে ছলি য,ে আল্লাহ্ এটাকে নষিদ্ধি করছেনে। একইভাবে আমাদরে জন্য এবং প্রত্যকে মুমনিরে জন্য এতটুকু জানাই যথষ্টে।

শূকররে গোশ্ত খাওয়ার আরও কছিু অপকারতিা দখেুন "আবহাসুল মু'তামারলি আলাম আল-ইসলামি আনত্তিবিলি ইসলামি" (আন্তর্জাতকি ইসলামি চকিৎিসা সম্মলেন এর গবষেণাসমগ্র), কুয়তে থকেে প্রকাশতি, পৃষ্ঠা ৭৩১ ও তৎ পরবর্তী এবং আরও দখেুন, লু'লুআ বনিতে সালহে লখিতি "আল-ওকাইয়া আস-সহিহয়িা ফি দাওঈল কতিাব ওয়াস সুন্নাহ" (কুরআন-হাদসিরে আলোকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা), পৃষ্ঠা- ৬৩৫ ও তৎ পরবর্তী।

প্রয়ি প্রশ্নকারী, আমরা আপনাকে জজ্ঞিসে করতে চাই: 'ওল্ড টস্টেমন্টেে কি শূকর খাওয়া নষিদ্ধি নয়?' যে কতিাবটি আপনাদরে পবত্রি গ্রন্থরেই একটি অংশ। সখোনে আছে "প্রভু যগেুলো ঘৃণা করনে সগেুলো তোমরা খওে না। তোমরা এই সমস্ত পশুদরে খতেে পার.....। তোমরা অবশ্যই শুয়োর খাবে না। শুয়োররে পায়রে খুরগুলো বভিক্ত; কন্তিু তারা জাবর কাটে

না। সুতরাং খাদ্য হিসেবে শুয়োরও তোমাদের জন্য অপবিত্র। শুয়োরের কোনো মাংস খাবে না। এমনকি শুয়োরের মৃত শরীর স্পর্শ করবে না।"[দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায়-১৪, স্তবক: ৩-৮] অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে লেবীয় পুস্তকে, অধ্যায়-১১, স্তবক: ১-৮।

শূকর যে ইহুদীদের জন্য নিষিদ্ধ আমরা এর প্রমাণ উল্লেখ করার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখছি না। যদি আপনার কোন সন্দেহ থাকে তাহলে ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, তারাই আপনাকে জানাবে। তবে, আমরা মনে করছি 'আপনাদের পবিত্র গ্রন্থে এ ব্যাপারে যা এসেছে সে সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। আপনাদের সে কিতাবের 'নিউ টেস্টামেন্টে' কি বলা হয়নি যে, 'তৌরাতের বিধান আপনাদের জন্যেও সাব্যস্ত; পরিবর্তনীয় নয়। সেখানে কি মসীহ বলেননি যে, "এই কথা মনে কোরো না, আমি তৌরাত কিতাব আর নবীদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসিনি; বরং পূরণ করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আসমান ও জমীন শেষ না হওয়া পর্যন্ত, যতদিন না তৌরাত কিতাবের সমস্ত কথা সফল হয় ততদিন সেই তৌরাতের এক বিন্দু কি এক মাত্রা মুছে যাবে না।"[মথি, অধ্যায়-৫, স্তবক ১৭-১৮]

এই উক্তি থাকার পর শূকরের বিধান সম্পর্কে 'নিউ টেস্টামেন্টে' আর কোন প্রমাণ খোঁজার দরকার হয় না। তারপরেও আমরা শূকর নাপাক হওয়া সম্পর্কে আপনাকে আরও অকাট্য একটি দলিল দিচ্ছি। "সেখানে পর্বতের পাশে একদল শুয়োর চরছিল, আর তারা (অশুচি আত্মারা) যীশুকে অনুনয় করে বলল, 'আমাদের এই শুয়োরের পালের মধ্যে ঢুকতে হুকুম দিন।'তিনি তাদের অনুমতি দিলে সেই অশুচি আত্মারা বের হয়ে শুয়োরদের মধ্যে ঢুকে পড়ল।"[মার্ক, অধ্যায়-০৫; স্তবক ১১-১৩]

শূকর এর নাপাকি ও শূকর পালনকারীর নিকৃষ্টতা সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন মথি ৬৭; পিটারের দ্বিতীয় পত্র-২২; লুক ১৫/১১-১৫]

আপনি হয়তো বলবেন যে, এ বিধান রহিত হয়ে গেছে যেমনটি বলেছেন পিটার ও পল?!!

আল্লাহর বাণীকে এভাবে পরিবর্তন করা হবে?! তৌরাতকে রহিত করা হবে?! মসীহ এর বাণীকে রহিত করা হবে?! যে বাণীতে তিনি আপনাদেরকে তাগিদ দিয়ে গেছেন যে, এটি আসমান ও জমিন সাব্যস্তের ন্যায় সাব্যস্ত। পল বা পিটারের বাণীর মাধ্যমে এ সবগুলো বাণীকে রহিত করা হবে?!

যদি আমরা ধরে নিই যে, পল বা পিটারের কথাই ঠিক; আসলেই শূকর নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু, ইসলামে শূকর নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি আপনারা অস্বীকার করছেন কেন; যেভাবে আপনাদের ধর্মেও প্রথমে নিষিদ্ধ ছিল?!

তিনি:

আপনি বলেছেন, "হারামই যদি হয় তাহলে আল্লাহ শূকরকে সৃষ্টি করলেন কেন?" আমরা মনে করি না— এটি আপনার

আন্তরকি প্রশ্ন। যদি আন্তরকি প্রশ্ন হয়, তাহলে আমরাও আপনাকে প্রশ্ন করতে পারি, আল্লাহ অমুক অমুক কষ্টদায়ক বা অপবত্রি জনিশি সৃষ্টি করলনে কনে?! বরং আমরা আপনাকে এ প্রশ্নও করতে পারি, আল্লাহ্ শয়তানকে সৃষ্টি করলনে কনে?!

সৃষ্টকির্তার কি এ অধকিার নাই যে, তনিি তাঁর বান্দাদরেকে যা খুশি তাই নর্দিশে করবনে, যা ইচ্ছা তাই হুকুম করবনে। তাঁর হুকুমরে সমালোচনা করার অধকিার কার আছে, তাঁর আদশে পরবির্তন করার অধকিার কার আছে?

অনুগত মাখলুকরে কর্তব্য কি এটা নয় যে, মালকি যখনি যে আদশে করবনে তখনি সে বলবে: শুনলাম এবং মানলাম?

(হতে পারে শূকর খতেে আপনার কাছে মজা লাগে, আপনি শূকর পছন্দ করনে, আপনার চারপাশরে লোকজন শূকরকে খুব উপভোগ করে। কন্তিু জান্নাতরে জন্য আপনার পছন্দরে কছিু বষিয়কে উৎসর্গ করা কি কর্তব্য নয়?)